

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহের সম্বন্ধে হলো বন্ধন, তাই এতে দুঃখ, দেহী সম্বন্ধে থাকো তাহলে অগাধ সুখ প্রাপ্ত করবে, এক মাতা - পিতার স্মরণ থাকবে"

\*প্রশ্নঃ - কোন্ নেশাতে থাকলে মায়াকে জয় করার সাহস এসে যাবে?

\*উত্তরঃ - এই নেশা যেন থাকে যে, আমরা কল্প - কল্প বাবার স্মরণে শত্রু মায়ার কাছে বিজয়ী হয়ে হীরের মতো হয়েছি। স্বয়ং ভগবান আমাদের মাতা - পিতা, এই স্মৃতি বা নেশাতে হিম্মত এসে যাবে। হিম্মতবান বাচ্চারা অবশ্যই বিজয়ী হয়, আর সদা গডলী সার্ভিসে তৎপর থাকে।

\*গীতঃ- তোমাকে ডাকতে মন যে চায়....

ওম্ শান্তি। দেবী - দেবতাদের পূজারী, পারলৌকিক মাতা - পিতাকে তো স্মরণ করেই এসেছে, আর ভক্তরাও জানে যে, আমাদের ভক্তির ফল দিতে মাতা - পিতাকে অবশ্যই আসতে হবে। এখন এই মাতা - পিতাকে, তা তো বেচারারা জানেই না। তারা ডাকতে থাকে, এতে সিদ্ধ হয় যে, তাঁর সম্বন্ধ অবশ্যই আছে। এক হয় লৌকিক সম্বন্ধ, দ্বিতীয় হয় পারলৌকিক সম্বন্ধ। লৌকিক সম্বন্ধ তো অনেক প্রকারের আছে। কাকা, চাচা, মামা আদি - আদি, এ হলো লৌকিক বন্ধন, তাই পরমপিতা পরমাত্মাকে ডাকতে থাকে। এ তো বাচ্চারা জানেই যে, সত্যযুগে কোনো বন্ধন নেই। বাবাকে ডাকে যে, আমি এখন বন্ধনে আছি, আপনার সম্বন্ধে আসতে চাই। ভক্তদের স্মরণে থাকে যে, আমরা অনেক প্রকার বন্ধনে আছি। দেহের স্মরণ হওয়ার কারণে বন্ধন অনেক। দেহী সম্বন্ধে এক মাতা - পিতাই স্মরণে থাকে। লৌকিক আর পারলৌকিককে স্মরণ করার মধ্যে রাতদিনের ফারাক। এ হলো দেহের বন্ধন, আর ওটা হলো আত্মিক সম্বন্ধ। দেহের সম্বন্ধে সত্যযুগে থাকে, কেননা ওখানে সুখের সম্বন্ধ বলা হবে। এখানে বলা হবে দুঃখের বন্ধন। একে সম্বন্ধ বলা হবে না। এই বিষয় পূর্বে জানা ছিলো না। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো, তোমরা অবশ্যই ডেকে থাকতে -- হে মাতা - পিতা এসো। বাবা তো অবশ্যই সবাইকে সুখই দান করবেন, কিন্তু বাবা কি সুখ দান করেন -- এ কেউই জানে না। এখন তোমাদের বাবার সঙ্গেই সম্বন্ধ, তাই তাঁর থেকে সদা সুখ প্রাপ্ত হয়। সুখকে সম্বন্ধ আর দুঃখকে বন্ধন বলা হবে। বাচ্চারা তাই মাতা - পিতাকে ডাকে যে, তুমি এসে এমন মিষ্টি - মিষ্টি কথা শোনাও। ওরা ইনডায়রেক্ট ভাবে ডাকে, তোমরা ডায়রেক্ট ডাকো। ওরাও স্মরণ করে - হে পরমপিতা পরমাত্মা। পিতা আছেন, তাই মাতাও অবশ্যই থাকা উচিত। না হলে বাবা কিভাবে ক্রিয়েট করবেন? শিব বাবাকে বাচ্চারা কিভাবে চিঠি লিখবে? এমনি করে তিনি তো পড়তে পারবেন না। শিব বাবা তো এনার মধ্যে বসে আছেন, তাই লেখে, শিব বাবা ঋ ব্রহ্মা বাবা। শিব বাবা অবশ্যই কোনো শরীরের আধার গ্রহণ করেন। এমন গেয়েও থাকে - আত্মা - পরমাত্মা পৃথক আছে বহুকাল, সদ্গুরু তাঁকেই বলা হয়। তিনি হলেন সর্বের সদ্গতিদাতা। তিনি এসে এই শরীরে প্রবেশ করেন। এরপর তিনি বসে এনাকে ৮৪ জন্মের রহস্য বুঝিয়ে বলেন। ব্রহ্মার রাত আর ব্রহ্মার দিনের মহিমা আছে। প্রথমে হলো পরমপিতা পরমাত্মা রচয়িতা। তিনি ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করের রচনা করেন। বরাবর পরমপিতা ব্রহ্মার রাতকে ব্রহ্মার দিন বানাতে আসেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দিন, তাই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদেরও দিনই হলো। সত্যযুগ আর ত্রেতাকে দিন বলা হয়। রাত বলা হয় দ্বাপর আর কলিযুগকে। তোমরা বাচ্চারা এখন এসেছো বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে। তাঁর জন্যই গাওয়া হয় -- স্বমেব মাতাশ্চ পিতা... সখা রূপে এসেও তিনি তোমাদের সখ্যতা দান করেন। মুখ্য হলো তিন সম্বন্ধ -- বাবা, টিচার এবং সদ্গুরু। এই সম্বন্ধেই লাভ। বাকি কাকা, চাচা, মামা ইত্যাদি সম্বন্ধের কোনো কথা নেই। তাই সম্পূর্ণ যিনি বাবা, তিনি এসেই বাচ্চাদের সম্পূর্ণ তৈরী করেন। তোমরা ষোলো কলা সম্পূর্ণ তৈরী হচ্ছে। তোমরা হলে অনুভাবী। দ্বিতীয় অন্য কেউ কিভাবে জানবে। যতক্ষণ না তোমাদের মতো বাচ্চাদের সঙ্গে আসবে, ততক্ষণ তারা কিভাবে বুঝতে পারবে।

তোমরা এখন জানো যে, ভক্তিমাৰ্গেও বন্ধন আছে। তখনই মানুষ স্মরণ করে যখন রাবণ রূপী পাঁচ বিকারের বন্ধনে থাকে। বাবার নামই হলো লিবারেটার (উদ্ধারকর্তা)। ইংরাজি অক্ষর খুবই সুন্দর। মনুষ্য আত্মাকে লিবারেট (উদ্ধার) করেন, লিবারেট করা হয় দুঃখ থেকে, তিনি মায়ার বন্ধন থেকেও লিবারেট করতে আসেন। তিনি আবার গাইডও। গীতাতেও আছে, মশার সাদৃশ্য সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান, তাই অবশ্যই বিনাশও হবে। এমন মহিমা তো আছে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, শঙ্করের দ্বারা বিনাশ করান। যাঁর দ্বারা স্থাপনা করেন, তাঁর দ্বারাই আবার পালনাও হয়। তোমরা এখন পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তৈরী হচ্ছে। তোমাদের দেহের বন্ধনকে বুদ্ধির দ্বারা ছিন্ন করতে হবে। সন্ন্যাসীরা তো

গৃহত্যাগ করে চলে যায়। তোমরা গৃহস্থ জীবনে থেকে রাজযোগ শেখো। জনকের উদাহরণও আছে। তিনি আবার গিয়েও অনু জনক হয়েছিলেন। অনেক বাচ্চারা বলে, জনকের মতো আমিও নিজের রাজধানীতে থেকে জ্ঞান ধারণ করবো। নিজের ঘরের তো প্রত্যেকেই রাজা, তাই না। মালিককে রাজা বলা হয়। বাবা আছে, তার স্ত্রী, বাচ্চারা ইত্যাদি আছে -- এ হয়ে গেলো জাগতিক রচনা। ক্রিয়েটও করে, আবার পালনাও করে। বাকি সংহার করতে পারে না, কেননা এই সৃষ্টির বৃদ্ধি তো পেতেই হবে। সবাই তো জন্ম দিতেই থাকে। কেবল অসীম জগতের পিতাই আসেন, যিনি নতুন রচনা করেন, আর পুরানো সবকিছুর বিনাশ করান। নতুন সৃষ্টির স্থাপনা আর পুরানোর বিনাশ, সে তো ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করের রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মাই করবেন। বাচ্চারা, এই কথা তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারো। এই কথা তো বড়ই সহজ। নামই রাখা হয়েছে সহজ যোগ বা স্মরণ। ভারতের জ্ঞান বা যোগ (জগৎ) বিখ্যাত।

বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের দৈবী মত প্রদান করছেন যাতে তোমরা সর্বদা আনন্দিত থাকবে। মাতাপিতার দ্বারাই নতুন সৃষ্টির রচনা হয়। এ তো সবাই জানে যে, খুদা আমাদের জন্ম দিয়েছেন। তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, খুদা কিভাবে এসে নতুন সৃষ্টির রচনা করেন। তিনি নতুন সৃষ্টিকে অ্যাডপ্ট করেন। মাতা - পিতা তো অবশ্যই আছেন। বাবা আছেন, তাই তিনি নিজেই এনার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেন, তাই ইনি বড় মাতা হয়ে গেলেন। এরপর প্রথম নম্বরে সরস্বতীকে অ্যাডপ্ট করেছিলেন। বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, তাই না। এই মাঝে তো হলেন অ্যাডপ্টেড। তোমাদের জন্য তো হলেন মাতা-পিতা। আমরা জন্ম পতিও আবার পিতাও। তিনি প্রবেশ করে যুগলও (স্ত্রী) আমাকেই বানিয়েছেন আর বাচ্চাও বানিয়েছেন। এ তো খুবই রমণীয় কথা, যা সম্মুখে বসে শোনার জন্যই। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারেই বুঝতে পারে। সবাই যদি বুঝতে পারতো তাহলে তারা বোঝাতেও পারতো। বোঝাতে না পারলে বুঝতে হবে, সে নিজে কিছুই বোঝেনি। জড় বীজ থেকে কিভাবে ঝাড়ের জন্ম হয় - এ তো যে কেউই চট করে বলতে পারে। এই অসীম জগতের ঝাড়ের জ্ঞান যতক্ষণ না বাবা এসে বোঝাচ্ছেন, ততক্ষণ কেউই বুঝতে পারে না। তোমরা জানো যে, আমরা বাবার কাছ থেকে রাজযোগ শিখে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। এই কথা বুদ্ধিতে রাখা উচিত। এ হলো ডবল সম্বন্ধ। ওখানে তো সিঙ্গল সম্বন্ধ থাকে। ওরা পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে না। এখানে এই সব হলো বন্ধন। তোমরা জানো যে, আমরা এই সময় ওই বন্ধনেও আছি। ওই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরা পিতার সম্বন্ধে এখন এসেছি। আজকাল তো কতো মত এসে গেছে। মানুষ নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করতে থাকে। জলের জন্য, জমির জন্য লড়াই করতে থাকে। এ আমাদের জগতে আছে, তোমাদের জগতে এমন নেই। মানুষ সম্পূর্ণভাবে জাগতিক হয়ে গেছে। একথা তারা ভুলে গেছে যে, ভারতবাসী সত্যযুগে অসীম জগতের মালিক ছিলো। যারা মালিক ছিলো, তারাই আবার ভুলে যায়। ভুলতে তো অবশ্যই হবে, তবেই তো বাবা এসে আবার বোঝান। তোমরা এখন এইসব কথা জানো। ওখানে হলো বন্ধন। আর এখানে মাতা - পিতার সঙ্গে সম্বন্ধ। তোমরা জানো যে, আমরা শ্রীমতে চলে অগাধ সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। বাবা বলেন, আমি তোমাদের সুখের উত্তরাধিকার প্রদান করি। তারপর অভিশাপ কে দেয়? মায়্যা রাবণ। অভিশাপে থাকে দুঃখ, আর আশীর্বাদে তো সুখ প্রাপ্ত হয়। মানুষ একথা জানে না যে, তাদের দুঃখের উত্তরাধিকার কে দান করে? বাবা সত্যযুগ স্থাপন করেন, তাহলে অবশ্যই তিনি সুখের উত্তরাধিকারই দান করবেন। বাবাকে তো দুঃখ প্রদানকারী বলাই হবে না। দুঃখ তো শত্রু প্রদান করে কিন্তু এই কথা কেউ বুঝতে পারে না। কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে গেছে। বলা হয়, লক্ষা হরণ করা হয়েছিলো, সোনা নিয়ে আসা হয়েছিলো। এখন সোনা তো শ্রীলঙ্কাতে রাখা নেই। সোনা তো খনি থেকে পাওয়া যায়। কোথাও আবার নদীর তলা থেকেও পাওয়া যায়।

বাচ্চারা জেনে গেছে যে, এ হলো অনাদি ওয়ার্ল্ড ড্রামা। বাচ্চারা, একথা তোমাদের বুদ্ধিতে পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে বসে আছে। যারা বুঝতে পারে না, তাই বোঝাতেও পারে না, তারা কি পদ প্রাপ্ত করবে! তারা জ্ঞানী ব্যক্তির সামনে মাথা নত করবে। রাজা - রানী আর প্রজার মধ্যে তফাৎ তো আছে, তাই না। যেমন এই মাঝে - বাবা গিয়ে উঁচু পদ পায়। তোমরাও পুরুষার্থ করে এতটাই পড়ো যাতে মাঝে - বাবার আসনে বসতে পারো, বিজয় মালার দানা হও। প্রলোভন তো অনেক দেওয়া হয়। এ তো রাজযোগ, তাই না। তোমরা রাজযোগের দ্বারা রাজত্ব তো প্রাপ্ত করে নাও। কম করে পুরুষার্থ অনুসারে প্রজা তো হবেই। সর্বদাই বলা হয় 'ফলো ফাদার'। তোমরা তো বাচ্চা, তাই না। তিনি হলেন ফাদার, তারপর এই ফাদার, এখানে আবার মাদারও আছে। নম্বর ওয়ান তো ফলো করছেই। তোমরা হলে ভাই - বোন। বাবা তো এক হওয়া উচিত। সবাই 'ও গড ফাদার' বলে, তাহলে সবাই ভাই - বোন হয়ে গেলো। এর থেকে বেশী আর কোনো সম্বন্ধ নয়। ভাই - বোন, ব্যস্। আর ওদের বাপ, দাদা, ভাই, বোন তো অনেক আছে। তোমাদের এক বাবা, দাদাও এক। এক প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তাঁর দ্বারা এই রচনা করা হয়। তোমরা ভাই - বোনরাই পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে পদ প্রাপ্ত করো। বাকিরা ঝাড়ে নিজের নিজের জায়গায় থাকবে। ঠিকানা তো আছেই, তাই না। যেখান থেকে আবার নম্বরের ক্রমানুসারে আসে।

এখানে হলো জীবনবন্ধ। আত্মারা প্রথমে ওখান থেকে সুখের দুনিয়ায় আসে, তাই প্রথমে জীবনমুক্ত হয়। সবার প্রথমে ভারতবাসীদের স্বর্গে জীবনমুক্তি হয়। বাবা তোমাদের কতো ভালো ভালো কথা শোনান। আমার তো এক সর্বোত্তম টিচার, দ্বিতীয় আর কেউই নয়। কন্যারা বলবে, আমার তো এক শিব বাবা.... কন্যাদের এখানে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশান দিতে হবে। এই গভর্নমেন্টের হয়ে গেলে তখন আবার ঈশ্বরীয় সার্ভিসে লেগে যেতে হবে। তখন আবার আসুরী সার্ভিস কিভাবে করবে? প্রত্যেকেরই কর্ম বন্ধন অনুসারে রায় দান করা হয়। দেখা যায়, বের হতে পারে, নাকি নয়। সুন্দর সুবুদ্ধির হলে একমাত্র গডলী সার্ভিসেই থেকে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের হলো গডলী সার্ভিস, নির্বিকারী বানানোর সার্ভিস। আমরা হলাম সেনা। গড আমাদের মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করাতে শেখান। রাবণ হলো পুরানো এবং সবথেকে বড় শত্রু। এ কেবল তোমরাই জানো। তোমরা রাবণকে জয় করে হীরের তুল্য তৈরী হবে। বাচ্চাদের সেই হিম্মত, সেই নেশা থাকা উচিত। মানুষ তো লড়াই করতেই থাকে, সব জায়গায় দেখো ঝগড়া আর ঝগড়া। আমাদের কারোর সঙ্গে কোনো ঝগড়া নেই। বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তখন মায়ার আঘাত আসবে না। এরপর আমার উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। এও কাউকে শোনাতে হবে, তাই না। বাবার পরিচয় দান করে তাঁর সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে। তিনি আমাদের মাতা-পিতা। শিব বাবা আছেন, তাহলে বলা, তোমাদের মাতা কে? এও কতো গুহ্য কথা। তোমরা জিজ্ঞেস করো, আত্মার বাবা কে? ওরাও লিখে দেবে যে, পরমাত্মা। আচ্ছা, মাতা কোথায়? মাতা ছাড়া বাচ্চাদের কিভাবে রচনা করা হবে? তখন আবার জগদম্বার প্রতি চলে যাবে। আচ্ছা, জগদম্বাকে কিভাবে রচনা করা হয়েছিলো? এও কেউ জানে না। তোমরা জানো যে, ব্রহ্মার পুত্রী হলো সরস্বতী। তিনিও মুখ বংশাবলী। রচয়িতা তো হলেন বাবাই। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

\*ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-\*

১) আমার তো এক সর্বোত্তম টিচার দ্বিতীয় আর কেউ নেই - এই নিশ্চয়ের সাথে মাতা - পিতার সমান পাঠ গ্রহণ করতে হবে। পুরুষার্থে সম্পূর্ণ ফলো করতে হবে।

২) দেহের বন্ধনকে বুদ্ধির দ্বারা ছিন্ন করতে হবে। দৈবী মতে চলে সদা আনন্দিত থাকতে হবে। ঈশ্বরীয় সেবা করতে হবে।

\*বরদান:-\* নিজেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে সহনশীলতার অবতার ভব কোনো কোনো বাচ্চার মধ্যে সহনশীলতার কমতি হয়, তাই কোনো ছোটো কথাও যদি হয় তখন চেহারা শীঘ্র বদলে যায়, তখন ঘাবড়ে গিয়ে হয় স্থান পরিবর্তন করার কথা চিন্তা করবে অথবা যার প্রতি বিরক্ত হবে তাকে পরিবর্তন করে দেবে। নিজেকে পরিবর্তন করবে না, অথচ অন্যের থেকে দূরে সরে যাবে। তাই স্থান অথবা অন্যকে পরিবর্তন করার পরিবর্তে নিজেকে পরিবর্তন করে নাও, সহনশীলতার অবতার হয়ে যাও। সকলের সাথে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে শেখো।

\*স্লোগান:-\* পরমার্থের আধারে ব্যবহারকে সিদ্ধ (প্রমাণিত) করা -- এটাই হলো যোগীর লক্ষণ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;